দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর বিরাশি

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধাঁধার উন্মোচন: দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর ইতিহাস এবং অ্যাডভেন্টিস্টবাদে ‘দ্য ডেইলি’-এর তাৎপর্য বোঝা

Jeff Pippenger
2024-02-15

অ্যাডভেন্টবাদের চার প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্বকারী ইজেকিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের চারটি ঘৃণ্যতার প্রেক্ষাপটে, আমরা ১৮৬৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সালের শেষ সময় পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করার পর, ১৯৮৯ সালে উন্মোচিত জ্ঞানের বৃদ্ধির দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবিদ্ধ করব। সেই জ্ঞানের বৃদ্ধি ছিল দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয়টি পদ সম্পর্কে। ১৯৮৯ সালে, আমাদের ছোট্ট বিশ্রামদিনের অধ্যয়ন-গোষ্ঠী বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সংস্কাররেখাসমূহ আবিষ্কার করেছিল, যেগুলোর উল্লেখ Future for America প্রায়ই করে, এবং যা প্রত্যেক সংস্কাররেখায় ঘটনাবলির ক্রম স্থাপন করে; যার ফলে ভবিষ্যদ্বাণীর একজন শিক্ষার্থী ‘রেখার উপর রেখা’ নামের পরবর্তী বৃষ্টির পদ্ধতির প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারে।

কয়েক বছরের মধ্যেই (১৯৯২ সালে) আমি দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয়টি পদ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলেছিলাম। প্রবন্ধটি আমি শুধু নিজের সন্তুষ্টির জন্য লিখেছিলাম, কারণ এই অধ্যয়নটি সর্বসমক্ষে প্রচার করার কোনো সামর্থ্য বা ইচ্ছা আমার ছিল না। ১৯৯৪ সালের মধ্যে প্রবন্ধটি একটি অ্যাডভেন্টিস্ট স্বনির্ভর মিশনের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল, এবং ১৯৯৫ সালের মধ্যে দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয়টি পদ নিয়ে এগারোটি প্রবন্ধের একটি ধারাবাহিক সেই মিশনের প্রকাশিত এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার লেখাগুলিতে দানিয়েলের একাদশ অধ্যায় সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি ওই পদগুলির ব্যাপারে আমি যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলাম তার বৈধতার পক্ষে একটি কেন্দ্রীয় যুক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

> আমাদের হাতে সময় নষ্ট করার অবকাশ নেই। আমাদের সামনে বিপদসংকুল সময়। বিশ্ব যুদ্ধের চেতনায় আলোড়িত। শিগগিরই ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত বিপদের দৃশ্যাবলি ঘটবে। দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় সম্পূর্ণ পরিপূর্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়ায় যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, তার অনেকটাই আবার পুনরাবৃত্ত হবে। ত্রিশতম পদে এক শক্তির কথা বলা হয়েছে, যে ‘ক্ষুব্ধ হবে’, [দানিয়েল ১১:৩০-৩৬ উদ্ধৃত।]
>
> "এই কথাগুলোতে বর্ণিত বিষয়গুলোর অনুরূপ দৃশ্যাবলি সংঘটিত হবে।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, সংখ্যা ১৩, ৩৯৪।

সিস্টার হোয়াইট স্পষ্ট বলছেন যে ১৭৯৮ সালই 'শেষ কালের সময়'।

> “কিন্তু শেষ সময়ে,” নবী বলেন, ‘অনেকে এদিক-সেদিক যাতায়াত করবে, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।’ দানিয়েল ১২:৪। ... ১৭৯৮ সাল থেকে দানিয়েলের বইটির মোহর খোলা হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং অনেকে বিচার আসন্ন—এই গম্ভীর বার্তা প্রচার করেছে।” দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৩৫৬।

দানিয়েলে পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদ শুরু হয়েছে: 'আর অন্তকালের সময়'।

> আর শেষ কালে দক্ষিণের রাজা তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে; আর উত্তরের রাজা রথ, অশ্বারোহী এবং বহু জাহাজ নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মতো তার বিরুদ্ধে আসবে; এবং সে দেশেসমূহে প্রবেশ করবে, এবং প্লাবিত করবে ও অতিক্রম করবে। দানিয়েল ১১:৪০।

ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার সরাসরি সমর্থন না থাকলেও এটি স্পষ্ট যে, পদ চল্লিশ ১৭৯৮ সালে শুরু হওয়া এক ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহের সূচনা নির্দেশ করে। সেই ঘটনাগুলো মানবের অনুগ্রহকালের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়, কারণ দানিয়েলের বারো অধ্যায়ের প্রথম পদে বলা হয়েছে, "আর সেই সময়ে মাইকেল উঠে দাঁড়াবেন," এবং সিস্টার হোয়াইট স্পষ্ট বলেছেন যে মাইকেল উঠে দাঁড়ালে মানবের অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হয়।

> "সেই সময় মিখায়েল, মহান রাজপুত্র, যিনি তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়ান, তিনি উঠে দাঁড়াবেন; আর এমন এক সংকটের সময় হবে, যেমনটি কখনও হয়নি, যতদিন থেকে জাতি হয়েছে, সেই সময় পর্যন্ত; আর সেই সময় তোমার লোকেরা উদ্ধার পাবে—যাদের নাম পুস্তকে লেখা পাওয়া যাবে, তারা সকলেই।" দানিয়েল ১২:১.
>
> যখন তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা সমাপ্ত হয়, করুণা আর পৃথিবীর অপরাধী অধিবাসীদের পক্ষে আবেদন করে না। ঈশ্বরের জনগণ তাদের কাজ সম্পন্ন করেছে। তারা 'শেষ বৃষ্টি', 'প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সজীবতা' গ্রহণ করেছে, এবং তাদের সামনে থাকা পরীক্ষা-কষ্টের জন্য তারা প্রস্তুত। স্বর্গে স্বর্গদূতেরা এদিক-ওদিক ত্বরায় ছুটে চলছে। পৃথিবী থেকে ফিরে আসা এক স্বর্গদূত ঘোষণা করে যে তার কাজ শেষ হয়েছে; চূড়ান্ত পরীক্ষা পৃথিবীর উপর আনা হয়েছে, এবং যে সকলেই ঐশ্বরিক বিধানসমূহের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছে, তারা 'জীবন্ত ঈশ্বরের সীল' গ্রহণ করেছে। তখন যিশু স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে তাঁর মধ্যস্থতা শেষ করেন। তিনি তাঁর হাত উঁচু করে উচ্চস্বরে বলেন, 'এটি সম্পন্ন হয়েছে;' এবং তিনি যখন সেই গম্ভীর ঘোষণা করেন, তখন সমস্ত স্বর্গদূতসেনা তাদের মুকুট খুলে রাখে: 'যে অন্যায়কারী, সে যেন এখনও অন্যায়কারীই থাকে; যে কলুষিত, সে যেন এখনও কলুষিতই থাকে; আর যে ধার্মিক, সে যেন এখনও ধার্মিকই থাকে; এবং যে পবিত্র, সে যেন এখনও পবিত্রই থাকে।' প্রকাশিত বাক্য ২২:১১। প্রত্যেকজনের পরিণত জীবন বা মৃত্যুর পক্ষে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। মহাসংঘর্ষ, ৬১৩।

দানিয়েল অধ্যায় এগারোর চল্লিশ নম্বর পদ ১৭৯৮ সালে শুরু হয়, এবং পঁয়তাল্লিশ নম্বর পদে, যখন উত্তরের রাজা (পোপতন্ত্র) কারও সাহায্য ছাড়াই তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছায়, তখন মানবের পরীক্ষাকাল শেষ হয়, কারণ পরবর্তী পদে বলা হয়েছে, "আর সেই সময়ে," এভাবে পূর্ববর্তী পদে নির্দেশিত "সময়"-টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা দানিয়েল অধ্যায় এগারোর পঁয়তাল্লিশ নম্বর পদ। উত্তরের রাজা (পোপতন্ত্র) মানবের পরীক্ষাকালের শেষে তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছায়।

অতএব, দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয়টি পদের ইতিহাস একটি এমন ঘটনাক্রমকে চিহ্নিত করে, যা ১৭৯৮ সালে শুরু হয়ে মানবজাতির অনুগ্রহকাল সমাপ্তির সময়ে শেষ হয়। সিস্টার হোয়াইট যখন জীবিত ছিলেন, ১৭৯৮ সাল নিঃসন্দেহে তাঁর অতীত ইতিহাসের অংশ ছিল। তিনি যখন বলেছিলেন, "দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের ভাববাণী তার সম্পূর্ণ পূর্ণতায় প্রায় পৌঁছে গেছে," তখন তিনি অবশ্যই ১৭৯৮ সালের পর এবং মিখায়েল দাঁড়িয়ে ওঠার পূর্বে সংঘটিত ইতিহাসের কথা উল্লেখ করছিলেন। এরপর তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, "এই ভাববাণীর পূর্ণতায় যে ইতিহাস সংঘটিত হয়েছে, তার বহুলাংশ পুনরাবৃত্ত হবে,"—এর মাধ্যমে তিনি

ভাববাণীর শিক্ষার্থীদের শেখোচ্ছেন যে দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের যে চূড়ান্ত ইতিহাস "তার সম্পূর্ণ পূর্ণতায় প্রায় পৌঁছে গেছে," তা একই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য ইতিহাসাংশের পূর্বেই নিদর্শনরূপে দেখানো হয়েছে।

তিনি যখন সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাববাণীর চাবিকাঠিটির ওপর জোর দেন, তখন তিনি ত্রিশ থেকে ছত্রিশ পদ উদ্ধৃত করে বলেন, "এই কথাগুলিতে বর্ণিত দৃশ্যের অনুরূপ দৃশ্য ঘটবে।" দানিয়েল অধ্যায় এগারোর চূড়ান্ত পূর্তি বুঝতে ইচ্ছুক ভাববাণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা একটি চাবিকাঠি সরবরাহ করেছিল। সেই চাবিকাঠি ছিল এই যে দানিয়েল অধ্যায় এগারোর শেষে ছয়টি পদের ইতিহাস ত্রিশ থেকে ছত্রিশ পদে উপস্থাপিত ইতিহাসের সমান্তরাল। এই উদ্ঘাটন থেকে প্রচুর আলো পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে যা বিবেচনা করা প্রয়োজন, তা হলো দানিয়েল অধ্যায় এগারোর একত্রিশ পদে 'দৈনিক' অপসারিত হয়।

মানব অনুগ্রহকালের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনাক্রমকে যে ইতিহাস তুলে ধরে, সেটি সঠিকভাবে বোঝার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর একজন শিক্ষার্থীর 'দৈনিক' সম্পর্কে সঠিক বোঝাপড়া থাকা আবশ্যক। একত্রিশতম পদে যদি খ্রিস্টের পবিত্রস্থানীয় সেবা কেড়ে নেওয়া হওয়াকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, অথবা যদি সেখানে পৌত্তলিকতা অপসারণকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তবে যোন হোয়াইট যখন লিখেছিলেন, "এই কথাগুলিতে বর্ণিতগুলোর অনুরূপ দৃশ্যাবলি ঘটবে," তখন তিনি যে সমান্তরাল ইতিহাসের কথা বলছেন তা সঠিকভাবে বুঝতে চাইলে, কোনটি বোঝানো হয়েছে তা বোঝা একেবারেই অপরিহার্য।

নিশ্চয়ই, লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিবাদ দানিয়েল ১১-এর চল্লিশ নম্বর পদের পরিপূর্ণতাকে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতে ইউনিয়নের পতনকে চিহ্নিত করে বলে স্বীকার করেনি; কিন্তু পদটি প্রকৃতপক্ষে সেই ঘটনাগুলোকেই চিহ্নিত করে। যারা ১৯৮৯ সালে চল্লিশ নম্বর পদের পরিপূর্ণতার সঙ্গে এসে পৌঁছানো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক জ্ঞানের বৃদ্ধি সঠিকভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন, তাদের জন্য 'দৈনিক' বিষয়টির সঠিক উপলব্ধি তখন বর্তমান সত্য হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের শুরুর দিকে, সেই সঠিক উপলব্ধিটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ তা ছিল ভিত্তিমূলক সত্যসমূহের একটি অপরিহার্য অংশ, যেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে প্রভু উইলিয়াম মিলারকে ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দেড় দশকে যে শয়তানি প্রোটেস্ট্যান্ট দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করেছিল যে "the daily," খ্রিস্টের পবিত্রস্থানীয় সেবাকার্যকে প্রতিনিধিত্ব করে—তা ছিল একটি সংখ্যালঘু মত, এবং "the daily," যে পৌত্তলিকতার প্রতীক—এই সত্যকে ঘিরে সামান্যও বিতর্কের সূচনা হতে দেওয়াকে কোনোভাবেই সার্থক বলে গণ্য করা হয়নি। এই কারণেই আপনি লাওদিকীয় ঐতিহাসিক সংশোধনবাদীদের থেকে শুনবেন যে "the daily," বিষয়টি "পরীক্ষার প্রশ্নে পরিণত করা যাবে না," অথবা "'the daily' বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন তোলা যাবে না।" এই নির্দিষ্ট আলোচনায় যখন তারা অনভিজ্ঞদের নেতৃত্ব দেয়, তখন সংশোধনবাদীরা যে বিষয়টি সবসময় বাদ দেয়, তা হলো এই বিষয়ে অনুপ্রেরণা যে শর্তটি সর্বদা আরোপ করেছিল। নিম্নলিখিত অংশটি এল্ডার হ্যাস্কেলের উদ্দেশে সম্বোধিত।

বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে প্রসেকট ও ড্যানিয়েলসের আক্রমণের মুখে 'দ্য ডেইলি' সম্পর্কে সঠিক বোঝাপড়ার পক্ষে প্রতিরক্ষার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এল্ডার হ্যাসকেল। ভালো করে লক্ষ্য করুন, কারণ সিস্টার হোয়াইট কখনোই বলেননি যে 'দ্য ডেইলি' সম্পর্কে হ্যাসকেলের বোঝাপড়া ভুল ছিল; তিনি কেবল তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন উত্তেজনাটি চলতে না দেন, কারণ প্রভু চাননি যাতে সত্যের শত্রুরা (প্রসেকট ও

ড্যানিয়েল্স) তাদের ভ্রান্ত শিক্ষা চালিয়ে যেতে একটি অব্যাহত প্ল্যাটফর্ম পায়। সেই অংশে হ্যাসকেলকে ‘চার্ট’-এর জন্য তিরস্কার করা হয়েছে, এবং যে চার্টটির কথা বলা হয়েছে তা হলো ১৮৪৩ সালের চার্ট। ঐ বিতর্কে সাক্ষ্য হিসেবে হ্যাসকেল ১৮৪৩ সালের চার্টটি পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু এটি পুনর্মুদ্রণই করেননি; চার্টটির নিচে তিনি সিস্টার হোয়াইটের সেই বক্তব্যটিও সংযোজন করেছিলেন, যেখানে তিনি বলছেন, ‘১৮৪৩ সালের চার্টটি প্রভুর হাতে পরিচালিত হয়েছিল এবং তা পরিবর্তন করা উচিত নয়।’ আপনি অংশটি পড়তে পড়তে তিনি কয়বার ‘এই সময়ে’ বলছেন তা গুনে দেখুন।

> 'আমাকে আপনাদের বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই সময়ে রিভিউতে এমন কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যেন না হয় যা মানুষের মনকে অস্থির করে দিতে পারে. . . . এখন আমাদের অনাবশ্যক বিতর্কে জড়াতে সময় নেই, কিন্তু হৃদয় ও জীবনের সত্যিকারের রূপান্তরের জন্য প্রভুর সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাদের আন্তরিকভাবে বিবেচনা করা উচিত। আত্মা ও মনের পবিত্রতা নিশ্চিত করতে সঙ্কল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা করা উচিত।'
>
> আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আমাকে সতর্ক করা হয়েছে। এই সময়ে এটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।
>
> আমি এল্ডার প্রেসকটকে লিখেছিলাম, তাঁকে জানিয়ে যে রিভিউতে এমন কোনো বিষয় তুলতে তিনি যেন অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, যা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার ত্রুটি নির্দেশ করে বলে মনে হতে পারে। আমি তাঁকে বলেছি যে যে বিষয়ে তিনি মনে করেন একটি ভুল হয়েছে, তা কোনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়; আর এখন যদি এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, আমাদের শত্রুরা এর সুযোগ নেবে এবং তিলকে তাল বানাবে।
>
> তোমাকেও আমি বলছি যে এই বিষয়টি [দানিয়েল ৮-এ উল্লিখিত ‘দৈনিক’-এর পরিচয়.] এখন আলোচনায় তোলা উচিত নয়। না, আমার ভাই, আমাদের অভিজ্ঞতার এই সংকটকালে তুমি যে চার্টটি পুনর্মুদ্রণ করিয়েছ, সেটি বিতরণ করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। এই ব্যাপারে তুমি ভুল করেছ। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এমন বিষয় সামনে আনতে সাতান দৃঢ়সংকল্পে কাজ করছে। এমন লোক আছে, যারা আমাদের প্রচারকদের এই প্রশ্নে মতবিরোধে জড়াতে দেখে আনন্দিত হবে, এবং তারা এটিকে খুব বড় করে তুলবে।
>
> আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই প্রশ্নের উভয় পক্ষ থেকে যা বলা হতে পারে, সে প্রসঙ্গে এই সময়ে নীরবতাই বাগ্মিতা। শয়তান আমাদের নেতৃস্থানীয় প্রচারকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগের জন্য তাকিয়ে আছে। বিষয়টি নিয়ে আপনারা সবাই একত্র হয়ে সমঝোতায় পৌঁছানোর আগে চার্টটি প্রকাশ করা ছিল একটি ভুল। যে বিষয়টি অবশ্যই আলোচনা সৃষ্টি করবে এবং নানান মতামতকে সামনে আনবে, সেই বিষয়টিকে সামনে এনে আপনারা প্রজ্ঞার পরিচয় দেননি; কারণ প্রতিটি বিষয়কে টেনে-ছেঁড়ে এমন অর্থ আরোপ করা হবে, যা শেষ পর্যন্ত কেবল কার্যের ক্ষতিই ডেকে আনবে। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত থাকার প্রমাণ দিয়েছে, তাদের মিথ্যা বিবৃতি সামলাতেই আমাদের যা কিছু করার আছে সবই করতে হচ্ছে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ৯, ১০৬, ১০৭।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে এলেন হোয়াইট বলছেন, যারা বিচার-ঘণ্টার আহ্বান দিয়েছিল তারা "the daily," সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেছিল, এবং প্রেসকট ও ড্যানিয়েলসের এই মত যে "the daily," খ্রিস্টের পবিত্রস্থান-পরিচর্যাকে উপস্থাপন করে—তা শয়তান থেকে এসেছে। তিনি বিতর্ক চলতে দিতে হ্যাস্কেলকে তিরস্কার করেছিলেন,

কিন্তু "the daily," কী উপস্থাপন করে সে সত্য সম্পর্কে তার অবস্থানের জন্য নয়। সেই সময়ে অধিকাংশই এখনো "the daily," সম্পর্কে অগ্রদূতদের অনুধাবনেই বিশ্বাস করত; এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, দানিয়েলে ১১ অধ্যায়ের যে পদ ১৯৮৯ সালে "সময়ের শেষে"-এ উন্মোচিত হওয়ার কথা ছিল, তা তখনও বহু দশক ভবিষ্যতের বিষয় ছিল। সেই সময়ে (১৯৮৯ সালে) "the daily," সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য হতো। পুনর্মূল্যায়নকারীরা সবসময়ই এলেন হোয়াইটের সেই নির্দিষ্ট সময়সীমায় সীমাবদ্ধ শর্তগুলোকে তাদের রূপকথার থালা থেকে বাদ দিয়ে দেয়। নিম্নলিখিত অংশে সময়-সাপেক্ষ শর্তটি গুনে দেখুন।

> ভাই Butler, Loughborough, Haskell, Smith, Gilbert, Daniells, Prescott, এবং দানিয়েলে ৮-এর ‘দৈনিক’-এর অর্থ সম্পর্কে নিজেদের মত জোর দিয়ে উপস্থাপন করতে সক্রিয় ছিলেন এমন সকলের উদ্দেশে আমার কিছু বলার আছে। এটিকে কোনো পরীক্ষা-প্রশ্নে পরিণত করা উচিত নয়, এবং এভাবে বিষয়টি বিবেচিত হওয়ার ফলে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এর ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, এবং আমাদের কয়েকজন ভাইয়ের মন সেই চিন্তাশীল মনোযোগ থেকে সরে গেছে, যা এই সময় আমাদের নগরসমূহে যে কাজ করা উচিত বলে প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, সেই কাজের প্রতি দেওয়া উচিত ছিল। এটি আমাদের কাজের মহাশত্রুকে সন্তুষ্ট করেছে।
>
> আমাকে যে আলো দেওয়া হয়েছে তা হলো—এই প্রশ্ন নিয়ে উত্তেজনা বাড়ানোর মতো কিছুই করা উচিত নয়। এটি আমাদের বক্তৃতা ও আলোচনায় টেনে আনা বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নিয়ে বারবার আলোচনা করা উচিত নয়। আমাদের সামনে একটি মহৎ কাজ রয়েছে, এবং করণীয় অপরিহার্য কাজ থেকে আমরা এক ঘণ্টাও হারানোর মতো সময় নেই। চলুন জনসমক্ষে আমাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখি সেই গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দিকগুলোর উপস্থাপনে, যেগুলো সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট আলো রয়েছে।
>
> আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই খ্রিষ্টের শেষ প্রার্থনার দিকে, যেটি যোহন ১৭ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। অনেক বিষয় আছে যেগুলি নিয়ে আমরা বলতে পারি—পবিত্র, পরীক্ষাসূচক সত্য—যেগুলো তাদের সরলতায় সুন্দর। এসব বিষয়ে আপনারা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে নিবিষ্ট থাকতে পারেন। কিন্তু 'the daily' কিংবা ভাইদের মধ্যে বিতর্ক উসকে দেবে এমন অন্য কোনো বিষয় যেন এই সময়ে আনা না হয়; কারণ এতে এখনই প্রভু যেই কাজে আমাদের ভাইদের মনকে কেন্দ্রীভূত রাখতে চান, সেই কাজ বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হবে। যে প্রশ্নগুলো স্পষ্ট মতভেদের প্রকাশ ঘটাবে, সেগুলো আমরা আলোচনায় না আনি; বরং ঈশ্বরের ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক দাবিসমূহ সম্পর্কিত পবিত্র সত্যগুলো আমরা বাক্য থেকে তুলে ধরি।
>
> আমাদের প্রচারকরা সত্যকে সর্বাধিক অনুকূলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা উচিত। যতটা সম্ভব, সবাই যেন একই কথা বলেন। উপদেশগুলো সরল হোক, এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হোক যা সহজে বোঝা যায়। যখন আমাদের সকল প্রচারক নিজেদের নম্র করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন, তখন প্রভু তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন। এখন আমাদের পুনরায় রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন এবং যাঁদের জন্য আমরা পরিশ্রম করি, তাঁদের মনে পবিত্র প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন।
>
> আমাদের খ্রিস্টসুলভ ঐক্যের বন্ধনে মিলিত হতে হবে; তাহলে আমাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে না। সবাই সমান টানে টানুন, আর কোনো বিবাদ যেন না আসে। সত্যের ঐক্যসাধক শক্তি প্রকাশ করুন, এতে মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলবে। ঐক্যেই শক্তি।

এটা তুচ্ছ মতভেদের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার সময় নয়। যাদের প্রভুর সঙ্গে দৃঢ় ও জীবন্ত সংযোগ নেই, তাদের কেউ যদি নিজের খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতার দুর্বলতা বিশ্বে প্রকাশ করে, তবে যারা আমাদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে সেই সত্যের শত্রুরা সেটার সর্বোচ্চ সুযোগ নেবে, আর আমাদের কাজ ব্যাহত হবে। সবাই নম্রতা চর্চা করুক এবং যিনি হৃদয়ে নম্র ও বিনীত, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

'the daily' বিষয়টি এমন আন্দোলনের জন্ম দেওয়ার কথা নয়, যেমনটি হয়েছে। প্রশ্নটির উভয় পক্ষের লোকেরা যেভাবে বিষয়টি সামলেছে, তার ফলে বিতর্কের জন্ম হয়েছে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

ভাই ল্যারি স্মিথ তার সহবিশ্বাসী ভাইদের এবং তাদের বিশ্বাসের নিন্দা সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার যে কাজটি করেছেন, তা ঈশ্বর অনুমোদন করেননি। আর এল্ডার প্রেসকটকে আমি বলব, এই বিষয়ে প্রভু আপনার ওপর কোনো বোঝা আরোপ করেননি।

আমি শুনে মর্মাহত হয়েছিলাম যে, আমাদের অগ্রগণ্য ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ ছিল—এ কথা জেনেও এল্ডার ড্যানিয়েলস এই বিষয়টিকে সামনের সারিতে তুলে ধরলেন, যেমন কিছু স্থানে করা হয়েছিল।

আমাদের সহভ্রাতাদের মধ্যে অন্যরা প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হননি, এবং 'the daily'–এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিজেদের মত সমর্থন করার প্রচেষ্টার ফলাফল নিয়ে কারণ-পরিণামের ধারায় স্পষ্টভাবে বিচার করেননি। এই বিষয়টি নিয়ে বর্তমান মতভেদ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, এটিকে সামনে এনে বড় করে তোলা হোক না। সবরকম বিতর্ক-বিতণ্ডা থেমে যাক। এমন সময়ে নীরবতাই বাগ্মিতা।

"এই সময়ে ঈশ্বরের সেবকদের কর্তব্য হলো শহরগুলোতে বাণী প্রচার করা। খ্রিস্ট আত্মাদের পরিত্রাণ দিতে এসেছিলেন, এবং আমরা, তাঁর কৃপা-বণ্টনকারী হিসেবে, বৃহৎ শহরগুলোর অধিবাসীদের কাছে তাঁর পরিত্রাণদায়ক সত্যের জ্ঞান পৌঁছে দিতে হবে।" পুস্তিকা, নম্বর ২০, ১১, ১২।

ভাই ল্যারি স্মিথ—যাঁর কথা তিনি উল্লেখ করছিলেন—পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন, কারণ তাঁর পিতার বই Daniel and the Revelation-ই ছিল, যা প্রেসকট ও ড্যানিয়েলস পুনর্লিখন করতে চেয়েছিলেন—“the daily” সম্পর্কে তাঁর পিতা যা লিখেছিলেন তা বদলাতে। ভাই স্মিথ সত্যকে যেমন রক্ষা করছিলেন, তেমনই তাঁর পিতাকেও। তিনি বারবার “এই সময়ে” শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে বিতর্কটিকে সীমাবদ্ধ করছেন, এবং শেষের দিকে তিনি বলছেন, “এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদের বর্তমান অবস্থা যতদিন বিদ্যমান, এটিকে যেন প্রাধান্য না দেওয়া হয়।” অ্যাডভেন্টিজমের যে সব বিশ্ববিদ্যালয় আজ “the daily” শেখায়, তারা শয়তানি দৃষ্টিভঙ্গিই শেখায়। স্পষ্টতই আজকের পরিস্থিতি তখনকার মতো নয়।

অ্যাডভেন্টবাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের শুরু হয়েছিল ১৮৮৮ সালের বিদ্রোহের সময়, এবং নেতৃত্বের মধ্যে আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অবস্থা আরও বৃহত্তর আত্মবাদী ভ্রান্তির অগ্রগতির দুয়ার খুলে দিয়েছিল, যা বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছিল, কারণ দায়িত্বশীল পদে থাকা লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে যাকে সত্য মনে করত, তা-ই প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ড্যানিয়েলস, প্রেসকট ও কলেগের মতো ব্যক্তিরা সেই ইতিহাসের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, যেখানে ইজেকিয়েল বর্ণনা করেছিলেন যে সত্তর জন প্রবীণ, ’ইস্রায়েলের গৃহের প্রাচীনরা’ ‘অন্ধকারে কী করে, প্রত্যেকে তার কল্পনার

কক্ষসমূহে? কারণ তারা বলে, প্রভু আমাদের দেখেন না।'

সেই প্রজন্মে ১৮৮৮ সালের বার্তার দুই দূতই ববিাদ, বভি্রান্তি ও আত্মবাদের মধ্যে পথ হারিয়েছিলেন—যা ইজেকিয়েলের সত্তর প্রবীণদের গ্রাস করেছিল, যারা মন্দিরের দেয়ালে এবং তাদের মনের প্রাচীরে মূর্তির ছবি এঁকেছিল। কলেগের আত্মবাদের কারণে স্বাস্থ্য-সেবার কাজটি অপসারিত হয়েছিল; অথচ লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজিমের সংশোধনবাদীরা অজ্ঞদের এ বিশ্বাস করায় যে সেই প্রজন্মের বিশৃঙ্খলা থেকে নাকি কোনো না কোনো ধরনের বিজয় বেরিয়ে এসেছিল। বিচারকদের যুগেও একটি সমান্তরাল ইতিহাস ছিল, যেখানে বিচারকদের ইতিহাসের সারসংক্ষেপে এই সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়, কারণ বিচারকদের পুস্তকের শেষ পদটি বলে:

> সেই দিনগুলোতে ইস্রায়েলে কোনো রাজা ছিল না; প্রত্যেকে নিজের চোখে যা সঠিক মনে করত, তাই করত। বিচারক ২১:২৫

আমরা এই প্রবন্ধগুলোর ধারাবাহিকতায় দেখাব কেন বিচারকদের ইতিহাস অ্যাডভেন্টবাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; তবে লক্ষ্য করা উচিত যে লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের ইতিহাস বিবেচনা করলে যে সহজলভ্য ইতিহাসটি সামনে আসে, তা মূলত ঐতিহাসিক রিভিশনিজম চর্চাকারীদের সরবরাহ করা। সিস্টার হোয়াইট অবশ্যই চাননি যে "the daily" বিষয়টি সে সময়ে আলোড়িত হোক, কারণ বাস্তবে, তাঁর কথামতো, অল্পসংখ্যক কয়েকজন পুরুষ—যাদের তিনি বিলেছেন "স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত স্বর্গদূতরা" পরিচালিত করছিল—তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের জন্য জনসমক্ষে মঞ্চ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সিস্টার হোয়াইট কখনও ভুল ধরে রাখা ঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন—এমন ইঙ্গিত দেওয়া তাঁর বিশ্বাসের সম্পূর্ণ উল্টো।

> "হে ভাইয়েরা, খ্রিস্টের একজন দূত হিসেবে আমি তোমাদের সতর্ক করছি—এই গৌণ প্রসঙ্গগুলো থেকে সাবধান থাকো; এগুলোর প্রবণতা মনকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে। ভ্রান্তি কিখনোই ক্ষতিহীন নয়। এটি কিখনোই পবিত্র করে না; বরং সর্বদা বভি্রান্তি ও বিভেদ আনে। এটি সর্বদাই বিপজ্জনক। যে মনগুলো প্রার্থনার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত নয় এবং বাইবেলের সত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাদের উপর শত্রুর বড় ক্ষমতা থাকে।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৯২।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> আমাদের হারানোর মতো সময় নেই। আমাদের সামনে দুঃসময় উপস্থিত। পৃথিবী যুদ্ধের মনোভাবে আলোড়িত। শীঘ্রই ভবিষ্যিদ্বাণীতে বর্ণিত দুর্ভোগের দৃশ্যগুলি ঘটবে। দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যিদ্বাণী প্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হতে চলেছে। এই ভবিষ্যিদ্বাণীর পূরণে যে ইতিহাস ঘটেছে তার অনেকটাই আবার পুনরাবৃত্ত হবে। ত্রিশতম পদে এক শক্তির কথা বলা হয়েছে যে 'ক্ষুব্ধ হবে, ফিরে আসবে, এবং পবিত্র চুক্তির বিরুদ্ধে রোষ প্রকাশ করবে; এমনই সে করবে; সে আবারও ফিরে আসবে, এবং যারা পবিত্র চুক্তি ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করবে। আর তার পক্ষে বাহিনী দাঁড়াবে, এবং তারা শক্তির পবিত্রস্থানকে অপবিত্র করবে, এবং দৈনিকি বলি উঠিয়ে দেবে, এবং উজাড়কারী ঘৃণ্য বস্তু স্থাপন করবে। আর যারা চুক্তির বিরুদ্ধে দুষ্টতা করে, তাদেরকে সে তোষামোদ দ্বারা বিপথে নেবে; কিন্তু যারা তাদের ঈশ্বরকে জানে, তারা দৃঢ় হবে এবং বীরত্বপূর্ণ কাজ করবে। এবং জনগণের মধ্যে যারা বোঝে, তারা অনেককে শিক্ষা দেবে; তবু তারা তলোয়ার, অগ্নি, বন্দিত্ব ও লুণ্ঠনের দ্বারা অনেক দিন ধরে পড়ে যাবে। এখন যখন তারা পড়বে, তখন তারা সামান্য সহায়তা পাবে; কিন্তু অনেকে

তোষামোদ করে তাদের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবং তাদের মধ্যে কিছু জ্ঞানীও পড়ে যাবে, যাতে তাদের পরীক্ষা করা যায়, এবং শোধন করে শুচি করা যায়, শেষ সময় পর্যন্ত; কারণ এটি এখনও নির্ধারিত সময়ের জন্য। আর রাজা নিজের ইচ্ছামতো কাজ করবে; এবং সে নিজেকে উচ্চ করবে, এবং প্রত্যেক দেবতার ঊর্ধ্বে নিজেকে মহান করবে, এবং দেবতাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আশ্চর্য কথা বলবে, এবং রোষ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে সফল হবে; কারণ যা নির্ধারিত হয়েছে, তা সম্পন্ন হবে।' দানিয়েল ১১:৩০-৩৬।

এই কথাগুলিতে যে দৃশ্যগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, তেমন দৃশ্য ঘটবে। আমরা প্রমাণ দেখেছি যে যারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাদের মানবমনের উপর শয়তান দ্রুত নিয়ন্ত্রণ দখল করছে। সবাই এই বইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পড়ুক ও বুঝুক, কারণ আমরা এখন সেই সঙ্কটের সময়ে প্রবেশ করছি, যার কথা বলা হয়েছে:

'এবং সেই সময়ে তোমার জাতির সন্তানদের জন্য দাঁড়ানো মহান অধিপতি মিখায়েল উঠে দাঁড়াবেন; এবং এমন এক দুঃসময় হবে, যেরূপ কোনো জাতি হওয়ার পর থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনো হয়নি; এবং সেই সময়ে তোমার জাতির প্রত্যেকেই, যাদের নাম বইটিতে লিখিত পাওয়া যাবে, উদ্ধার পাবে। এবং পৃথিবীর ধূলায় ঘুমিয়ে থাকা অনেকেই জেগে উঠবে—কেউ অনন্ত জীবনের জন্য, আর কেউ লজ্জা ও অনন্ত ঘৃণার জন্য। আর জ্ঞানীরা আকাশমণ্ডলের দীপ্তির মতো জ্বলবে; আর যারা অনেককে ধার্মিকতার পথে ফিরিয়ে আনে, তারা নক্ষত্রদের মতো অনন্তকাল পর্যন্ত জ্বলবে। কিন্তু তুমি, হে দানিয়েল, এই কথাগুলো বন্ধ করো, এবং বইটিতে সীলমোহর দাও, অন্তিম সময় পর্যন্ত; বহুলোক যাতায়াত করবে, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।' দানিয়েল ১২:১-৪। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, সংখ্যা ১৩, ৩৯৪।